কুষ্টিয়ায় সারের দাম বেশি নেওয়ায় দুই ব্যবসায়ীর ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় কৃষকদের কাছ থেকে রাসায়নিক সারের দাম বেশি নেওয়া ও মেয়াদউত্তীর্ণ বালাইনাশক বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে তাকে সাজিয়ে রাখার অপরাধে একজনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের।

বুধবার বেলা ১১টায় সদর উপজেলার মধুপুর বাজারে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

এসময় তিনি জানান, বেশ কিছুদিন ধরে রাসায়নিক সার সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে আসছিলেন। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে মধুপুর বাজারে অভিযান চালিয়ে এর সত্যতা পাওয়া যায়। মধুপুর বাজারে মেসার্স হেলাল এন্টারপ্রাইজে গিয়ে দেখা যায়পূর্বে ইউরিয়া সার কিনে মজুদ করে রেখে বর্তমানে অধিক মূল্যে বিক্রয় করছেন।

পাশাপাশি টিএসসি এবং ডিএপি সার কেজিপ্রতি ৬ টাকা থেকে ১৩ টাকা পর্যন্ত অধিক মূল্যে বিক্রয় করছেন এছাড়াও মেয়াদউত্তীর্ণ বালাইনাশক বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে তাকে সাজিয়ে রেখেছিলেন এসবের অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৪০ এবং ৫১ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

তদারকিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা আমিনুল ইসলামসহ আইনশ্রঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় ভোক্তা অধিকারের অভিযান: ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায়

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় মিষ্টির দোকানে অভিযান চালিয়েছে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদফতর। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নোংরা ও পঁচা দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে মিষ্টি তৈরি করে বিক্রি করার অপরাধে দইটি প্রতিষ্ঠানকে ৪০ হাজার জরিমানা করা হয়।

বুধবার দুপুরে উপজেলার গোলাপনগর বাজারে এই ভেজালবিরোধী অভিযান চালানো হয়। এ সময় নোংরা পরিবেশে মিষ্টি তৈরির জন্য দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়। ভোক্তা অধিকার অধিদফতরের কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

এসময় তিনি জানান, মিষ্টি তৈরির কারখানায় অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশ ও বেশ কয়েকদিন আগের পঁচা বাসি মিষ্টি এবং তৈরিকৃত দই-মিষ্টিতে মশা-মাছি, পোকা দেখতে পায় এবং শিরার ভেতর মাছি ও পোকামাকড় মরে পড়ে আছে। পঁচা, বাসি ও পোকাযুক্ত সেই শিরা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি বানানো হচ্ছে।

পরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৪৩ ধারা মোতাবেক পাল মিষ্টান্ন ভান্ডার ও নরেন্দ্র মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিককে ২০ হাজার করে মোট ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

তিনি জানান, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নোংরা ও পঁচা দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে মিষ্টি তৈরি করে বিক্রি করা যায় তা বিশ্বাস করা কষ্টকর। যদি ন্যূনতম দায়বদ্ধতা থাকত তাহলে এভাবে তারা মিষ্টি উৎপাদন করত না।

এদিকে ভুল তথ্য সরবরাহ করে অধিক দামে ফ্রিজ বিক্রির করার অপরাধে একই বাজারের মিলন ট্রেডার্স নামের এক প্রতিষ্ঠানকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৪৪ ধারা মোতাবেক ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

তদারকিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) সুলতানা রেবেকা নাসরীন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

মেহেরপুরে ১ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী গ্রেফতার

মারামারি মামলায় ১ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামী জসিম উদ্দীন (৪২)কে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ। জসিম উদ্দীন মেহেরপুর সদর উপজেলার বন্দর গ্রামের মফিজুল ইসলামের ছেলে।

মঙ্গলবার (২ আগষ্ট) দিবাগত মধ্যরাতে পুলিশ জসিমের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। মারামারির অভিযোগে জিআর ৪৭/১৬ নং মামলায় জসিম উদ্দীনকে এক বছর কারাদন্ড প্রদান করেন। এসময় জসিম পলাতক ছিলেন।

মেহেরপুর সদর থানার এএসআই শাকিলের নেতৃত্বে পুলিশের একটি ইউনিট গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত জসিমকে আজ বুধবার (৩ আগষ্ট) সকাল ১১ টার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ১১ আসামী গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ও নিয়মিত মামলায় ১১ জন আসামী গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ ও সিআর মামলায় ৪ আসামী, সদর থানা পুলিশের অভিযানে সাজাপ্রাপ্ত জিআর মামলায় ১, সাধারণ জিআর মামলায় ১, সিআর মামলায় ২ আসামী ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত

সিআর মামলায় ১ জন নিয়মিত মামলায় ১ জন এবং জেলা গোয়েন্দা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ১ আসামীসহ ১১ জন আসামী গ্রেফতার হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে এসব তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার (২ আগষ্ট) সকাল থেকে আজ বুধবার (৩ আগষ্ট) ভোররাত পর্ন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক ইউনিট অভিযান চালিয়ে এসব আসামী গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ওসি মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ ও মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক ইউনিট এই গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতকারকৃতদের আজ বুধবার (৩ আগষ্ট) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দর্শনায় ভ্রাম্যমান আদালতে মাদক সেবনকারীকে ২ মাসের কারাদণ্ড

দর্শনায় ভ্রাম্যামান আদালতে কামাল হোসেন নামের এক মাদক সেবনকারীকে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে ভ্রাম্যমান আদালত তাকে ২ মাসের বিনাশ্রম করাদন্ড প্রদান সহ অর্থদন্ড করেন। সে দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের মৃত জালাল উদ্দিনের ছেলে।

জানা গেছে, মঙ্গলবার বেলা ২ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার এস,আই আহম্মদ আলী বিশ্বাসের নের্তৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালায় দর্শনা পুরাতন বাজার চত্বরে।

এ সময় বাজারের দোয়েল চত্বর মোড়ের সুমনের ফল দোকানের সামনে থেকে অভিনব কায়দায় কোমল পানীর ২৫০ এমএল এর স্পীডের বোতলে করে

ফেনসিডিল বহনের অপরাধে কামাল হোসেন (৩৩) নামের এক ব্যাক্তিকে আটক করেন। পরে ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে আটককৃতকে ২ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও নগদ ৫ শত টাকা অর্থদন্ডের রায় প্রদান করা হয়।

এ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা ও রায় প্রদান করেন আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদিপ্ত কুমার সিংহ।

মুজিবনগরে ভুয়া পশু চিকিৎসকের ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের মুজিবনগরে অভিযান চালিয়ে মোমিনুল ইসলাম নামের এক ভুয়া পশু চিকিৎসকের ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে উপজেলার রশিকপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন।

দণ্ডিত ভুয়া পশু চিকিৎসক মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম, মুজিবনগরের রশিকপুর গ্রামের মোঃ মোসাদ আলী শেখের ছেলে।

মুজিবনগরে অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর,মেহেরপুরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, অভিযোগ ছিল মোমিনুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে কোন প্রকার সনদ ও চিকিৎসার স্বপক্ষে কোন ডিগ্রি ছাড়াই পশু চিকিৎসা করে যাচ্ছিলেন। তার প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর থেকেও নেই কোন অনুমতি। শুধুমাত্র ওয়েভ ফাউন্ডেশন থেকে কয়েক দিনের ছাগল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়েই নেমে পড়েন পশু চিকিৎসায়।

এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বেসরকারিভাবে গরুর কৃত্রিম প্রজনন বাবদ নির্ধারিত ফির বাইরে অতিরিক্ত টাকা নেয়ার অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে। পরিচালিত অভিযানে সহযোগিতা করেন উপজেলা প্রাণীসম্পদ অফিস ও পুলিশের একটি টিম।

অভিযানে উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, নিরাপদ খাদ্য অফিসার মোঃ রিয়াজ মাহমুদ, জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ তাজিমুল হক।

মুজিবনগরে ৬ মাসের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী গ্রেফতার

নারী নির্যাতন মামলায় ৬ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামী পারিজারি আইনে ৬ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামী শাহাজামাল বিশ্বাস (৪০) কে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত শাহাজামাল বিশ্বাস মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামের মুক্তার আলী বিশ্বাসের ছেলে।

সোমবার দিবাগত রাতে মুজিবনগর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ইসরাফিল হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টীম গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। শাহাজামালের নামে মামলা নং ৬/২২।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল বলেন, গোপন সংবাদে খবর পেয়ে উপপরির্শক ইসরাফিল হোসেন সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।

আজ মঙ্গলবার (২ আগষ্ট) সকালের দিকে শাহাজামালকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ৪ জন গ্রেফতার

গাংনী উপজেলার মহম্মদপুর গ্রামে শাশুড়িকে নির্যাতনকারী প্রবাসীর স্ত্রী সেই বিপাশা কে গ্রেফতার করেছেন গাংনী থানা পুলিশ।

বিপাশার স্বামী মহম্মদপুর গ্রামের প্রবাসী রকিবুল ইসলাম। বিপাশার নামে তার শাশুড়িকে নির্যাতনের অভিযোগ মামলা রয়েছে। মামলা নং সিআর ৪২৮/২২।

এছাড়া গাংনী থানা পুলিশের নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৩ আসামী গ্রেফতার হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সিআর মামলায় ৩ জন ও নিয়মিত মামলায় ১ আসামী রয়েছে।

এরা হলেন, গাংনী উপজেলার বালিয়াঘাট গ্রামের ইমারুল ইসলামের স্ত্রী নাজমা খাতুন (২৭) মামলা নং ৪২৩/২১ ও ৪৩৩/২১, মানিকদিয়া গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে মোমিনুল ইসলাম, মামলা নং এসটিসি ৮৬/১৭, শিমুলতলা গ্রামের জালাল উদ্দীনের ছেলে হাসানুজ্জামান (৫০), গাংনী থানার মামলা নং ১।

সোমবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ মঙ্গলবার (২ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত উপজেলার পৃথক গ্রামে অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত এসব আসামী গ্রেফতার করা হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে এসআই মাসুদ, এসআই আতিক, এসআই নাসির, এসআই জাহিদ, এএসআই মাহাবুব সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে এসব গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ মঙ্গলবার (২ আগষ্ট) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৪ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৪ আসামী গ্রেফতার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ৩ জন ও সিআর মামলার ১ জন আসামী রয়েছে।

এরা হলেন, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলা ৯৪/১৯ মামলার আসামী মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে মানিক হোসেন, ৪২৩/২০ মামলার আসামী শ্যামপুর গ্রামের আব্দুর রহমানের ছেলে আলাউদ্দীন, ১৯৫/২২ মামলার আসামী দক্ষিণ শালিকা গ্রামের সাহাবুদ্দীনের ছেলে মিঠু হোসেন ও সিআর ১৭২/২২ মামলার আসামী কাঁঠালপোতা গ্রামের মুনছুর আলীর ছেলে লেকছার আলী।

সোমবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ মঙ্গলবার (২ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত উপজেলার পৃথক গ্রামে অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত এসব আসামী গ্রেফতার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদের নেতৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) অরুক কুমার, এএসআই শাকিল, এএসআই মাহবুব, এএসআই মাসুদ, এএসআই শাহাজামাল, এএসআই ইব্রাহিমসহ সঙ্গীয় ফোর্স গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ জানান, গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে নারী নির্যাতন

মামলার ৬ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামী গ্রেফতার

নারী নির্যাতন মামলায় ৬ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামী তোহিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে সদর থানা পুলিশ। তোহিদুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার দফরপুর গ্রামের চাঁদ আলীর ছেলে।

সোমবার দিবাগত রাতে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের এএসআই শাকিলের নেতৃত্বে পুলিশের একটি ইউনিট তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তোহিদুলকে গ্রেফতার করেন। তার নামে পারিজারি আইনে মামলা রয়েছে। মামলা নং সিআর ৫/২২।

সদর থানার এএসআই শাকিল জানান, গতকাল (১ আগষ্ট) তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা আদালত থেকে থানায় আসার পর পরই অভিযান চালানো হয়।

আজ মঙ্গলবার (২ আগষ্ট) বেলা ১১ টার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।